

## চক্রান্ত

মোঃ রহমতুল্লাহ,

কোম্পানী কমান্ডার, ১১ নং সেক্টর ১৯৭১.

আমরা তখন ট্রেনিং ও যুদ্ধে স্ব স্ব ব্যস্ত। যথাশীঘ্র আমরা ও মিত্র বাহিনী পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করিব। পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে মেজর জেনারেল নাগরাকে ওয়েস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং ইস্টার্ন কমান্ডে অর্থাৎ বাংলাদেশে মেজর জেনারেল আরোরা বলিষ্ঠতার সহিত নেতৃত্ব দিতেছেন। আমরা আশা পোষণ করিতেছি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ববাসি অবলোকন করিবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতাকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর কাঞ্চিত স্বাধীনতা অর্জিত হইবে। সবুজ ঘাস ও গাছের পার্শ্ব দিয়া উদ্ভিত হইবে সোনালী নক্ষত্র আমাদের কামনার সূর্য। এই ছিল আমাদের বাস্তব কল্পনা।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অশুভ চক্রান্ত আমাদের কল্পনাকে নস্যাত্ন করিতে চাহিয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি ৭১ সেপ্টেম্বর মাসে। তার পূর্বেও যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেই চক্রান্তের শিকার হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী থানার ঘাগড়া এলাকায় একটি যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একজন কোম্পানী কমান্ডারসহ কিছু সংখ্যক যোদ্ধা প্রাণ হারায়। তৎপর জানিতে পারিয়াছি সেখানে কোন পাক-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় নাই। ২০/২৫ জন রাজাকার ছিল মাত্র। জগজিৎ সিং (নানাজি) সহ আমরা অত্যন্ত চিন্তায় পরিলাম, কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যে অস্ত্র আছে তাহাতে এমন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তারপর ২য় সপ্তাহে শ্রীবর্দি থানার একস্থানে অনুরূপ যুদ্ধে ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হইল এবং আহত হইল ২০/২৫ জন। তৎপর ৩য় সপ্তাহে মেজর জিয়ার (সাবেক প্রেসিডেন্ট) জেড ফোর্স ক্যাপ্টেন তাহেরের (কর্ণেল তাহের) প্লাটুনসহ আমরা ও মিত্র বাহিনী একত্রে দেওয়ানগঞ্জের কামালপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিনা সংকেতে কাটাপ পার্টি (জেড ফোর্স) স্থান ত্যাগ করার ফলে উক্ত যুদ্ধে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হয়। প্রায় শতাধিক মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর সদস্য প্রাণ হারায় এবং অনেকে আহত হয় ক্যাপ্টেন তাহের (কর্ণেল) আহত হইয়া পঙ্গুত্ব বরণ করেন। মেজর জিয়া ১১ নং সেক্টর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তৎপর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নালিতাবাড়ী থানার পানি

হাতার যুদ্ধে কামালপুরের অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হয় এবং উক্ত মাসের ৩য় সপ্তাহে মেঘালয়ের ডালো বি,এস,এফ, এর উপর আক্রমণ করিয়া মিত্র ও মুক্তি বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি সাধন করে অথচ বি,এস,এফ, ক্যাম্পের পার্শ্বেই মুক্তি বাহিনীর ২/৩ টি কোম্পানী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

এমতবস্থায় মিত্র বাহিনী ও আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পরিলাম। এই সময় মিত্র বাহিনীর ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার সান্দসিং (বাবাজি) এর মাধ্যমে জানিতে পারিলাম ইষ্টান কমান্ড মেজর জেনারেল আরোরা নির্দেশ দিয়াছেন নিজ নিজ কোম্পানীর ভিতরে শত্রু নিহিত আছে কিনা তদন্ত করিয়া মিত্র বাহিনীর নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে। তদন্তে বুঝিতে পারিলাম-আমাদের সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত মুক্তি ও মিত্র বাহিনী ছাড়া আরো একটি বাহিনী আছে। যাহাদের নামকরণ ছিল মজিব বাহিনী বা বি,এল,এফ। ইহরাই উপরোক্ত ঘটনা গুলির জন্য দায়ী। তাহাদের নেতা শেখ মনি কেন এই তৃতীয় বাহিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা উৎঘাটন করিতে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে মুক্তিযুদ্ধকে দীর্ঘ মেয়াদী করিতে হইবে এবং সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করিতে হইবে। যেন স্বাধীনতা লাভের সময় এদের সংখ্যা বেশী না হয়। এই অশুভ চক্রান্ত চরিতার্থ করিবার জন্য শেখ মনি এই বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিয়া দিতেন যেন আমরা তাহাদের রিক্রুট করি।

যাহারা এই আহ্বানে সাড়া নিয়া নিজের কোম্পানীকে শক্তিশালী বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তদন্তের সমস্ত বিবরণ সান্দসিংহকে (বাবাজি) অবগত করিলাম। (এই সমস্ত ঘটনা সকলেরই জানা আছে। আমরা যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধা মজিব বাহিনীর চক্রান্তে শহীদ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় অপ্রিয় সত্য কথাও প্রকাশ করা হয় নাই। মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওসমানী সাহেব সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও মজিব বাহিনীর সদস্যদের নিরাস্ত্র করিতে পারেন নাই। যাহার ফলে স্বাধীনতা লাভের পরে বারংবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও তাহারা অস্ত্র জমা দেয় নাই। তাহাদের সাথে অনেক স্থানে মুক্তি বাহিনীর সরাসরি গুলি বিনিময়ও হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় শেখ সাহেব ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল ও রংপুর হইতে ৭২ সালের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে তাহাদের নিকট থেকে অস্ত্র জমা গ্রহণ করেন।) তাহার মাধ্যমেই ১৫ই নভেম্বর নির্দেশ পাইলাম। যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে। মেজর জেনারেল আরোরা ও মেজর জেনারেল নাগরা ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্যকে মিত্র বাহিনীতে নিয়োগ করিয়াছেন।

রাশিয়ার দেওয়া অত্যাধুনিক অস্ত্র ২/৩ দিনের মধ্যেই মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর নিকট অর্পিত হইল। ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই আমরা শক্তিশালী পাকবাহিনীর উপর ঝাপাইয়া পড়িলাম। যাহার ফলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই পাক বাহিনী পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পন করিল। সুচিত হইল বাঙ্গালী জাতীর বিজয়। উদিত হইল সবুজ মাঠে লাল সূর্য।